ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ANTI-CORRUPTION Investigative Journalism AWARDS 2025

দুর্নীতিবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২৫

- টিআইবি ১৯৯৯ সাল থেকে 'দুর্নীতিবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার' প্রদান করছে। এই পুরস্কারে-
  - টেলিভিশন বিভাগ: ২০০৫ সাল থেকে;
  - আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগ: ২০০৭ সাল থেকে;
  - ক্যামেরাপারসন সম্মাননা: ২০১১ সাল থেকে;
  - টেলিভিশন অনুসন্ধানী প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বিভাগ: ২০১৬ সাল থেকে প্রদান করা শুরু হয়।
  - জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিভাগ: ২০১৫ সাল থেকে শুরু হয়ে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রদান করা হয়। ২০২২ সাল থেকে আলাদাভাবে এই বিভাগের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে না।
- এই পুরস্কারের জন্য ২০২৫ সাল পর্যন্ত ২৭ বছরে প্রাপ্ত মোট প্রতিবেদন সংখ্যা ১ হাজার ৫ শত ২৭ টি।

২০২৫ সাল পর্যন্ত ২৭ বছরে পুরস্কারের বিস্তারিত

- পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিবেদন সংখ্যা: ৯৩টি
- পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিবেদক/সাংবাদিক: ৯১ জন
- পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রামাণ্য অনুষ্ঠান সংখ্যা: ১৪টি
- পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী সাংবাদিক: ০৭ জন
- পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্যামেরাপারসন: ১৭ জন

২০২৫ সালের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলী

নিরপেক্ষ ও অধিক গ্রহণযোগ্য বিচারকার্যের জন্য এবছর প্রাপ্ত প্রতিবেদনগুলো দুই দফায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক দফার বিচারকার্যে প্রাপ্ত গড় নম্বরের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিবেদনসমূহকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্বের বিচারকমণ্ডলী

১. **জনাব পিনাকী রয়**
প্রধান প্রতিবেদক, দ্যা ডেইলি স্টার

২. **জনাব কবির আহমেদ (সুজন কবির)**
অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর, একাত্তর টেলিভিশন

চূড়ান্ত পর্বের বিচারকমণ্ডলী

১. **জনাব রিয়াজ আহমেদ**
সম্পাদক, ঢাকা ট্রিবিউন

২. **জনাব শাহনাজ মুন্নী**
সিনিয়র সাংবাদিক, নিউজ টোয়েন্টি ফোর

৩. **জনাব মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা (বদরুদ্দোজা বাবু)**
অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও প্রশিক্ষক

৪. **জনাব মিরাজ আহমেদ চৌধুরী**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিজিটালি রাইট

৫. **জনাব শেখ সাবিহা আলম**
বাংলাদেশ ব্যুরো প্রধান, এএফপি

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২৫:

২০২৫ সালে টিআইবির অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কারের জন্য সর্বমোট ৮৭টি প্রতিবেদন জমা হয়। যার মধ্যে–

- আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগে ০৮টি
- জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে ৫২টি
- টেলিভিশন বিভাগে ২৩টি এবং
- প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বিভাগে ০৪টি

এ বছর বিচারকদের মূল্যায়নে টেলিভিশন প্রতিবেদন বিভাগে একজন, জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে একজন এবং আঞ্চলিক সংবাদপ্রত্র বিভাগে একজন বিজয়ী হয়েছেন। বিজয়ীদের প্রত্যেককে সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট ও এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। তবে বিচারকদের সম্মিলিত বিবেচনায় বিজয়ী টেলিভিশন প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ক্যামেরাপারসনের অনন্য বিশেষ ভূমিকা না থাকায় ক্যামেরাপারসনকে আলাদাভাবে পুরস্কৃত করা হয় নি। প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বিভাগে বিচারকদের সুপারিশে একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। বিজয়ী প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটির জন্য সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট এবং এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগ

বিজয়ী: আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন যশোরের দৈনিক গ্রামের কাগজের জ্যেষ্ঠ নিজস্ব প্রতিবেদক **ফয়সল ইসলাম** এবং একই পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক **আশিকুর রহমান শিমুল**। ফয়সল ইসলাম ও আশিকুর রহমান শিমুল ১১-১৩ ডিসেম্বর ২০২৪-এ প্রকাশিত 'মিনি মেডিকেল কলেজের শহর যশোর' প্রধান শিরোনামে প্রকাশিত তিন পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের জন্য এই পুরস্কার অর্জন করেছেন।

'ভুয়া প্রতিষ্ঠানের সনদ কিনে ডাক্তার-নার্স!' 'স্রেফ চাপাবাজিতেই চলছে ব্যবসা' এবং 'অবৈধ প্রতিষ্ঠান চলছে বছরের পর বছর, খোঁজ রাখে না কেউই' শিরোনামে তিন পর্বে যশোরের স্বাস্থ্যসেবাখাতে ভুয়া ডাক্তার ও নার্স তৈরিতে কিভাবে বিভিন্ন চক্র কাজ করছে, ভুয়া ও চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে কিভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করে তাদের নামমাত্র কিছু বিষয় পড়িয়ে তারপর সার্টিফিকেট দিয়ে বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে যুক্ত করছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করে তুলে ধরেন। এসব প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর চললেও সরকারি তদারকি কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের কোনো খোঁজ বা নজরদারির আওতার না আনার বিষয়টিও প্রতিবেদনগুলোতে তুলে ধরা হয়।

জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগ

বিজয়ী: জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন ইংরেজি পত্রিকা দ্যা ডেইলি সান-এর জেষ্ঠ্য নিজস্ব প্রতিবেদক রাশেদুল হাসান। ১০-১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দ্যা ডেইলি সান পত্রিকায় প্রকাশিত 'Black Cat In Railways' প্রধান শিরোনামে প্রকাশিত তিন পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের জন্য এই পুরস্কার অর্জন করেছেন।

'Couple controls 32 of 37 privately run trains for a decade' 'Flagrant violation of rules in contract extension' 'Ex-minister Muzibul, his PS behind illegal deal extensions!' শিরোনামে তিন পর্বে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ৩৭টি ট্রেনের ৩২টি ট্রেন সরকারি নিয়মের ব্যত্যয় ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে কিভাবে মোঃ সালাউদ্দিন রিপন ও মিফতাহুল জান্নাত লুনা নামের দুইজন ব্যক্তি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিচালনা করছে, সেটি অনুসন্ধান করে দেখান। এই দম্পতির সাথে তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকারের রেলমন্ত্রী মুজিবল হক ও তার পিএস এর সহকারির সংশ্লিষ্টতার বিস্তারিত প্রমাণ তুলে ধরা হয়। এর মধ্য দিয়ে রেলওয়ের ভেতরের অনিয়ম, দুর্নীতি এবং স্বেচ্ছাচারিতার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

টেলিভিশন বিভাগ (প্রতিবেদন)

বিজয়ী: টেলিভিশন বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিবেদক (বর্তমানে চ্যানেল ওয়ানের ইনপুট প্রধান এবং পরিকল্পনা সম্পাদক মুফতি পারভেজ নাদির রেজা। ২৪ মে ২০২৪-এ একাত্তর টেলিভিশনে 'পাইপে ছিদ্র নাই প্রমানের জন্য মেশানো হচ্ছে না গন্ধ, ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখে শহরগুলো' শিরোনামে প্রচারিত প্রতিবেদনের জন্য তিনি এই পুরস্কার অর্জন করেন।

এই প্রতিবেদনে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর বিতরণ কেন্দ্র ঘুরে দেখানো হয় যে, প্রাকৃতিক গ্যাস লাইনে লিকেজ বোঝার জন্য এক ধরণের গন্ধ মেশানোর কথা থাকলেও সেটি মেশানো হয় না। এর ফলে বিভিন্ন জায়গায় গ্যাস লিক হয়ে জমে থাকলেও তা কেউ টের পান না। ফলে ঘটে যায় বড় দূর্ঘটনা। এভাবেই ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রামসহ দেশের বড় শহরগুলো ভয়াবহ দূর্ঘটনার ঝুঁকির মুখে থাকার বিষয়টি তুলে ধরা হয় এই রিপোর্টে।

টেলিভিশন বিভাগ (প্রামাণ্য অনুষ্ঠান)

বিজয়ী: টেলিভিশন (প্রামাণ্য অনুষ্ঠান) বিভাগে বিজয়ী হয়েছে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান 'সার্চলাইট'। ২০২৪ সালের ০৪ অক্টোবর 'যন্ত্রের যাঁতাকলে কৃষক' শিরোনামে প্রচারিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের জন্য সার্চলাইট টিম এ বছর এই পুরস্কার অর্জন করে। এই প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটি অনুসন্ধান ও উপস্থাপনা করেন সার্চলাইট টিমের বিশেষ প্রতিবেদক (বর্তমানে স্টার নিউজ-এর বিশেষ প্রতিবেদক) মু. ফয়জুল আলম সিদ্দিক।

প্রচারিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটিতে দেখানো হয় যে, দেশের কৃষিকাজে আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে সরকার ভর্তুকি মূল্যে কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার বিতরণ করেছে। সেই হার্ভেস্টার কিভাবে প্রকৃত কৃষকের কাছে না গিয়ে বিভিন্ন প্রভাবশালীদের দখলে চলে যায়, কিন্তু কিস্তির টাকা সেই কৃষককেই টেনে যেতে হয়। পাশাপাশি হার্ভেস্টার মেশিন প্রদানকারী সংস্থাগুলোও নিম্নমানের হার্ভেস্টার বিতরণ করায় সেগুলো দ্রুততম সময়ে নষ্ট হয়ে, সেটি কৃষকের গলার কাঁটায় পরিণত হয়। আবার একই হার্ভেস্টার চেসিস বদলে কিভাবে আরেকজনের কাছে বিক্রি করা হয়, সেটিও অনুসন্ধান করে দেখানো হয়। এই অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে খুঁজে বের করে, তাদের কাছ থেকে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হলেও, সেখানে কিভাবে দায়িত্ব এড়ানো হয়েছে, সেটি তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে সরকারের তদন্ত কমিটি হলে, সেখানেও কিভাবে এই অনিয়ম প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ব্যক্তিকেই রাখা হয়, সেটিও দেখানো হয়। এই অনুষ্ঠানটি প্রচারের পর, এ নিয়ে বেশ শোরগোল তৈরি হয় এবং বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে বরখাস্তসহ নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

****